49007 - ইতেকাফের মূল উদ্দেশ্য এবং মুসলমানেরা এই সুন্নতটি ছেড়ে দেয়ার কারণ

প্রশ্ন

প্রশ্ন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন মুসলমানেরা ইতেকাফ করা ছেড়ে দিয়েছে? ইতেকাফের মূল উদ্দেশ্যই বা কি?

প্রিয় উত্তর

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক: ইতেকাফ সুন্নতে মুয়াক্কাদা।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুন্নত নিয়মিত পালন করতেন। ইতেকাফ শরয়ি বিধান হওয়ার পক্ষেরদলীলগুলো দেখুন (48999) নংপ্রশ্নের উত্তরে। এই সুন্নতটি মুসলিম জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। আল্লাহর খাস রহমতপ্রাপ্ত গুটি কতক মানুষ ব্যতীত আর কেউ তা পালন করে না।যে সুন্নতগুলোমুসলমানেরা একেবারে ছেড়েদিয়েছে বা ছেড়ে দেয়ারউপক্রম হয়েছে- ইতেকাফতার একটি। মুসলমানেরা ইতেকাফ ছেড়ে দেয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ: ১. একটা বড় সংখ্যক মুসলমানের ‘ঈমানী দুর্বলতা। ২.দুনিয়ার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ বিলাসের প্রতি অতি মাত্রায় ঝুঁকে পড়া। যার ফলে তারা অল্প সময়ের জন্য হলেও এসব ভোগবিলাস থেকে দূরে থাকতে সক্ষম নয়। ৩. অনেক মানুষের মনে জান্নাত লাভের প্রেরণা নেই।তারাঅতিমাত্রায় আরাম-আয়েশের দিকে ঝুঁকে আছে। তাই তারা ইতেকাফের সামান্য কষ্টও সহ্য করতে চায় না। যদিও তা আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হোক না কেন।

কারণ যে ব্যক্তি জান্নাতের মহান মর্যাদা ও এর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে জানে, সেতো জান, তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কোরবান করে হলেও তা লাভের চেষ্টা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেছেন:“জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর সামগ্রী অতি মূল্যবান।জেনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী হচ্ছে- জান্নাত।”[জামে তিরমিযি; আলবানী হাদিসটিকেসহীহ বলেছেন (২৪৫০)]

৪. অনেক মানুষের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসা শুধু মুখে সীমাবদ্ধ।বাস্তব কাজে ভালবাসা নেই। বাস্তব ভালবাসা তো হচ্ছে- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নানাবিধ সুন্নত পালন করা। এ রকম একটি

সুন্নত হচ্ছে-ইতিকাফ। আল্লাহ বলছেনে:"নশ্চিয়ই তোমাদরে জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাঝে আছে উত্তম আদর্শ। তাদরে জন্যযারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধকি স্মরণ করে।"[৩৩ আল-আহযাব : ২১] ইবনে কাছীর রাহমিাহুল্লাহবলছেনে: (৩/৭৫৬)

"এই মহান আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিওয়া সাল্লাম এরপ্রতটিি কথা, কাজ ও প্রতটিি মুহূর্ত অনুসরণরে ব্যাপারে একটি মহান মূলনীতি।"সমাপ্ত

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামনয়িমতি ইতকিাফ করা সত্ত্বওে মানুষদরে ইতকিাফ ছড়ে দয়ো দখেজেনকৈ সলফে সালহেীনবস্মিয় প্রকাশ করছেনে। ইবনে শহিাব যুহ্রী বলনে:"এটখুিবইআশ্চর্যজনকযমুেসলমানরোইতকিাফকরছে না।অথচনবী সাল্লাল্লাহুআলাইহওিয়াসাল্লামমদনিাতআসারপরথকেআেল্লাহতাঁকমেৃত্যুদানকরাপর্যন্ততনিইিতকিাফবাদদনেনে।" দুই: নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহওিয়াসাল্লামজীবনরে শষে দকি রমজানমাসরেশষেদশদনিনয়িমতিইতকিাফ পালনকরতনে। সত্যকিারঅর্থইেতকিাফরে এইকয়টদিনি একটশিক্ষিামূলকইনটনেসভিকিোর্স তুল্য।এরইতবিাচকফলাফলমানুষরেজীবনতোৎক্ষণকিভাবে, এমনকি ইতকিাফরেদনিগুলোতপেরেলিক্ষতিহয়। এছাড়াপরবর্তী রমজান পর্যন্ত অনাগত দনিগুলোর উপরওে এর ইতবিাচকপ্রভাব দখো যায়। তাই মুসলমানদরে মাঝএেই সুন্নতকপেুনর্জীবতি করা কতই না জরুরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর সাহাবীগণ যে আমলরে উপর অটল ছলিনে তা পুণঃ প্রতষ্ঠিা করা কতই না প্রয়োজন। মানুষরে এই গাফলতি ও উম্মতরে এই দুর্দশার সময় যারা সুন্নতকে আকঁড়ে ধরে আছে তাদরে পুরষ্কার কতই না মহান হব! তনি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ইতকিাফরে মূল লক্ষ্য ছলি- লাইলাতুল কদর পাওয়া।ইমাম মুসলমি(১১৬৭) আবু সাঈদ খুদরী থকে বর্ণনা করছেনে যে তনিি বলছেনে:"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরমজানরে প্রথম দশ দনি ইতকিাফ করছেনে। এরপর তনিি মাঝরে দশদনি তুর্কী ক্বুব্বাত (এক ধরণরে ছোট তাঁবুত) ইতকিাফ করছেনে। যে তাবুরদরজার উপর একটি কার্পটে ঝুলানো ছলি।রাবী বলনে: তনিি তাঁর হাত দয়িে কার্পটেটকিে ক্বুব্বার এক পাশে সরয়িে দলিনে। এরপর তাঁর মাথা বরে করে লোকদরে সাথে কথা বললনে। লোকরো তাঁর কাছে আসল। অতঃপর তনিবিললনে, "আমি প্রথম দশদনি ইতকিাফ করছে- এই রাতরে (লাইলাতুল ক্দররে) খোঁজ,ে এরপর মাঝরে দশ দনি ইতকিাফ করছে। এরপর আমাকে বলা হল: লাইলাতুল কদর শষে দশক।ে সুতরাং আপনাদরে মধ্যযোর ইচ্ছা হয় তনিি ইতকিাফকরুন। তখন লোকরো তাঁর সাথে ইতকিাফ চালয়িে গলে।"

এই হাদসিরে কছিু শক্ষিণীয়দকি নম্নিরূপ:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ইতকিাফরে মূল উদ্দশ্যে ছলি ভাগ্য রজনীসন্ধান করা এবং সইে রাত

নামায আদায় ও ইবাদতের মাধ্যমে কাটানোর জন্য প্রস্তুত হওয়া।যেহেতুভাগ্য রজনীর সুমহানফজিলতরয়েছে। আল্লাহতা'আলা বলেন: "লাইলাতুল ক্বদর (ভাগ্য রজনী) হাজার মাস থেকেও উত্তম।"[৯৭ সূরা আল-ক্বাদর, আয়াত ৩] ২. এই রাতের অবস্থান জানার আগেসেটাকেপাওয়ার জন্যতিনি তাঁর সবটুকু চেষ্টাউৎসর্গ করেছেন। তাই তো তিনি প্রথম দশদিন থেকে ইতিকাফ করা শুরু করেন, এরপর মাঝের দশ দিনেও ইতিকাফ করেন, এভাবে মাসের শেষ পর্যন্ত ইতিকাফ চালিয়ে যান।এক পর্যায়ে তাঁকে জানানো হয় যে, লাইলাতুল ক্বদর শেষ দশকে রয়েছে। এটি ছিল লাইলাতুল ক্বদরকে পাওয়ার জন্য তাঁর চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। ৩. সাহাবীগণকর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামেরপরিপূর্ণ অনুসরণ।তাই তো তাঁরাও তাঁরসাথে মাসের শেষ পর্যন্ত ইতিকাফ চালিয়ে যান।এর মাধ্যমে সাহাবীগণ কর্তৃক তাঁকে অনুসরণের পরাকাষ্ঠা ফুটে উঠে। ৪. সাহাবীগণের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও দয়া। ইতিকাফ করতে কষ্ট আছে সেটা তাঁর জানা ছিল বিধায় তিনি সাহাবীদেরকে ইতিকাফ চালিয়ে যাওয়া অথবা ইতিকাফ থেকে বের হয়ে যাওয়ার দুটো এখতিয়ার দিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন: "সুতরাং আপনাদের মধ্যেযার ইচ্ছা হয়তিনি ইতিকাফ করুন।" এছাড়াও ইতিকাফের আরো কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, যেমন : ১.মানুষ থেকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ঘনিষ্ঠতায়থাকা। ২. সর্বাত্মকরণে আল্লাহ অভিমুখী হয়ে আত্মশুদ্ধি করা। ৩. অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু নিরেট ইবাদত যেমন নামায, দুআ, যিকির ও কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল হওয়া। ৪. রোজার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এমন সবকিছু থেকে রোজাকে হেফাযত করা। যেমন আত্মার কু প্রবৃত্তি ও যৌন কামনা বাসনা। ৫. দুনিয়ারবৈধ বিষয়গুলো ভোগ করা কমিয়ে আনা এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এগুলো ভোগের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা অবলম্বন করা। দেখুনআব্দুললত্বিফবালতুবকর্তৃক রচিত'ইতিকাফ নাযরা তারবাবিয়া' (ইতিকাফ: প্রশিক্ষণমূলকদৃষ্টিকোণ)।